চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৫ জুলাই ২০২২ খ্রি.

কোরবানি পশুর বর্জ্য অপসারন বিষয়ে প্রস্তুতি সভায় মেয়র
কোরবানির সাত ঘন্টার মধ্যে পশুর বর্জ্য
অপসারণ করবে চসিক

আসন্ন কোরবানির ঈদের বর্জ্য অপসারণে সব ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। চসিক বিগত বছর গুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারো ঈদের দিন বিকেল ৪টার মধ্যে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে বর্জ্য অপসারণে পরিচ্ছন্ন ও যান্ত্রিক বিভাগের এক প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ কথা জানান।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন বর্জ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মো. মোবারক আলী, হাজী নুরুল হক, আবদুস সালাম মাসুম, শাহেদ ইকবাল বাবু, এসরারুল হক, সচিব খালেদ মাহমুদ, অতি. প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের ও পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রনব শর্মা প্রমুখ।
বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ বর্জ্য অপসারণে তাদের মতামত, লোকবল ও গাড়ির চাহিদা ও পরিকল্পনার কথা সভায় তুলে ধরেন। ৪১টি ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্ন বিভাগের সুপারভাইজাররা বর্জ্য অপসারণে তাদের কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ওয়াকিটকি, গাড়ি, টমটম গাড়ি, বেলছা, ঝাড়–, হুইল ব্যারো চাহিদার কথা উল্লেখ করে তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন।
মেয়র আরো জানান, সিটি কর্পোরেশন ৬টি জোনে বিভক্ত হয়ে কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ করবে। আর এ কাজের জন্য কর্পোরেশন ৫ হাজার শ্রমিক, ৩৪৫টি গাড়ি, পশু জবাইকৃত স্থানে ব্লিচিং পাওডার ছিটানোর ব্যবস্থা করেছে। এবং সরু রাস্তা ও গলি থেকে বর্জ্য অপসারণের জন্য টমটম, হুইল ভেরু ও বর্জ্য অপসারণ কাজ তদারকিতে নিয়োজিত পরিচ্ছন্ন বিভাগের সুপারভাইজারদের জন্য সিএনজি চালিত ট্যাক্সির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণে নাগরিকদের সহযোগিতা চেয়ে চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রতিটি ওয়ার্ডের মসজিদগুলোতে ইমাম সাহেবের মাধ্যমে প্রচার, হ্যান্ড বিল ও লিফলেট বিলি ও কোরবানির পশুর বর্জ্য নালা-নর্দমাসহ যত্রতত্র না ফেলার জন্য চসিক কর্তৃক কোরবানি দাতাদের পলিব্যাগ সরবরাহরে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বর্জ্য অপসারণে কোন ওয়ার্ডে কতো ট্রিপ গাড়ি দেওয়া প্রয়োজন তাও দেয়া হবে জানান। এ জন্য দামপাড়াস্থ চসিক কার্যালয়ে ১টি কন্ট্রোলরুম খোলাসহ চসিকের প্রকৌশল বিভাগের যান্ত্রিক শাখা ও পরিবহন পুলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
এ দিকে মেয়র কোরবানির ঈদের বর্জ্য অপসারণে নগরবাসী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন, প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া বর্জ্য অপসারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সাফল্য ধরে রাখতে পারলে পরিচ্ছন্ন বিভাগের দায়িত্বরত শ্রমিক-সেবকদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানান এবং কর্পোরেশনের পক্ষে ঈদের দিন দুপুরে কর্মরত পরিচ্ছন্ন শ্রমিক-সেবকদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সভাপতির বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, চসিক বর্তমান চাহিদানুযায়ী ইতোমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তিনি কোরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষনের জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় লবন সংগ্রহের আহ্বান জানান।

আধুনিক প্রযুক্তিতে ডিজিটাল লাইটিংয়ের মাধ্যমে
ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজ করছে চসিক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর যানবাহন চলাচলে শৃংক্সখলা আনতে ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে মানদাতার আমলের হাতের ইশারায় ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে বেরিয়ে এসে যুগের সাথে তালমিলিয়ে ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তিতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে। তিনি বলেন, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ও ¯^য়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ট্রাফিক সিষ্টেম বাস্তবায়নে এই পাইলট প্রকল্পটি সময়োপযুগি পদক্ষেপ।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বাটালি হিলস্থ নগর ভবনের সিটি মেয়র দপ্তরে ট্রাফিক সিগন্যাল লাইটিং ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কাজির দেউরি এলাকায় পাইলট প্রকল্পের প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে তিনি এ কথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, তত্ত¡াবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, চউকের সাবেক চীফ টাউন প্লানার স্থাপতি শাহীনুল ইসলাম খান, প্রকৌশলী তারেকুল আলম, মাস গ্রæপের পরিচালক প্রকৌশলী রেজাউল করিম খান, তিলোত্তমার শাহেলা আবেদীন, সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমান, মাস গ্রæপের ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমানসহ প্রমুখ।
মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত¡াবধানে সি.এম.পি ও মাস আর এন্ডডি'র সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে নগরীর কাজির দেউরি এলাকায় পাইলট প্রকল্পের জংশন ও তৎসংলগ্ন ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় সিগন্যাল উন্নয়ন, লেইন মার্কিং, জেব্রা ক্রসিং, স্পট ড্রপিং জোন, বাস, কার, সিএনজি ও রিক্সা ইত্যাদি ষ্টপেজ নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে অটো ও মেনুয়েলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন সিগনাল লইট স্থাপন করা হবে যা এপ্স ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে খুব সহজে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হবার পর উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত ¯^য়ংক্রিয় ডিজিটাল ক্যামেরা স্থাপনার মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার কাজ করা হবে। এই ক্যামেরার মাধ্যমে একসাথে প্রায় ১৩ ধরণের ট্রফিক আইন অমান্যকরণ ধরা যাবে। আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার

আওতায় নগরী ফুটপাত গুলো ম্যাপিংয়ের মধ্যে আনা হবে। মেয়র নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় অপরিহার্যতা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই জন্য সকলের সহযোগিতা ও প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমঃি^তভাবে সুন্দর নগরী নির্মাণে এগিয়ে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যাদূর্গত এলাকার অসহায় মানুষের
চিকিৎসা প্রদানে চসিক মেডিকেল টিমের যাত্রা

সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষের ¯^াস্থ্য সেবা দেয়ার লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একটি মেডিকেল টিম আজ মঙ্গলবার সকালে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মেডিকেল টিমের যাত্রাকালে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, এবারের বন্যা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যায় অসহায় দুর্গত মানুষ পরিবার নিয়ে দুঃসহ জীবন পার করছে। ইতোমধ্যে বন্যার পানি নামার সাথে সাথে নানান রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই অসহায় ও দূর্গত মানুষের চিকিৎসা সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মানবিক বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ঔষুধসহ ১টি মেডিকেল টিম প্রেরন করেছে। সিটি কর্পোরেশনের চিকিৎসকরা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্গত মানুষের চিকিৎসা প্রদান করবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান, চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, চমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক রাজীব পালিত, ডা. ইমাম হোসেন রানা প্রমুখ।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত
অবৈধ পশুরহাটে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও
বিগত বছরের দুইটি বাজারের ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বকেয়া আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে হালিশহর দক্ষিণ কাট্টলী ডাঃ বদিউল আমীন বাড়ী সংলগ্ন অবৈধ পশুরহাট, গলিচিপা পাড়া ও সাগরপাড় রোডে অবৈধভাবে কোরবানীর পশুরহাট বসানোর অপরাধে ৪ ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং আজকের মধ্যে পার্শ¦বর্তী হাটে কোরবানীর পশু নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানে সাগরিকা পশু বাজারও তদারকি করা হয়।
অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অভিযানে সাগরিকা পশুরহাটের বিগত বছরের বকেয়া বাবদ ইজারাদারের কাছ থেকে চেক মারফত ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ১শত ১০ টাকা ও ধনিয়ালাপাড়া পশুরহাটের বকেয়া বাবদ ইজারাদারের কাছ থেকে চেক মারফত ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়।
এই সময় পশু ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও ইজারাদার কর্তৃক সার্বক্ষনিকভাবে ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করাসহ জীবানু নাশক স্প্রে ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত পরিমানে মাস্ক,গ্লাভস,স্যানিটাইজার রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩